বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু চিত্র

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু	
সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত	শ্রীমঙ্গলের লালখানে (জেলা হিসেবে সিলেটে)
সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত	নাটোরের লালপুরে (জেলা হিসেবে রাজশাহীতে)
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	২০৩ সে. মি.
সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত	৩৮৮ সে. মি.
সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত	১৫৪ সে.মি.
বার্ষিক গড় তাপমাত্রা	২৬.৭০ সে. মি.
সর্বনিম্ন আর্দ্রতা	ডিসেম্বর মাসে (৩৬%)
উষ্ণতম স্থান	লালপুর, নাটোর
উষ্ণতম জেলা	রাজশাহী
উষ্ণতম মাস	এপ্রিল
শীতলতম স্থান	লালখান, শ্রীমঙ্গল; মৌলভীবাজার
শীতলতম জেলা	সিলেট
শীতলতম মাস	জানুয়ারী

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর অবস্থিত- আগারগাঁও, ঢাকা।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া স্টেশন- ৩৫টি।
- স্বতন্ত্র ঋতু বলা হয়- বর্ষাকালকে।
- বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত- ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু।
- বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয় মোট বৃষ্টিপাতের- ৮০ ভাগ।
- বাংলাদেশে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে- ৪টি (চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর, ও সিলেট)।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কেন্দ্র- ২টি।
  - Storm Warning Center, ঢাকা
  - Meteorological and Geophysical Center, চট্টগ্রাম।
- মহাকাশ গবেষণা এবং দূর অনুধাবন কেন্দ্র - SPARRSO.

SPARRSO

- পূর্ণরূপ- Space Research and Remote Sensing Organization.
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৮০
- অবস্থান- আগারগাঁও, ঢাকা।
- কাজ- ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের পূর্বাভাস
- পরিচালনা- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

Scanned with CamScanner

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

- বাংলাদেশে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে – ৪টি।

৪ টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র		
কেন্দ্রের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
১. বেতবুনিয়া (প্রথম)	বেতবুনিয়া, কাউখালী, রাঙামাটি	১৯৭৫
২. তালিবাবাদ	তালিবাবাদ, গাজীপুর	১৯৮২
৩. মহাখালী	ঢাকা	১৯৯৫
৪. সিলেট (সর্বশেষ)	সিলেট	১৯৯৭

আবহাওয়া সতর্ক সংকেত

- **দেশে মোট আবহাওয়া সতর্ক সংকেত- ১৫টি।**
- সমুদ্র বন্দরের জন্য সংকেত **১১টি** এবং নদী বন্দরের জন্য সংকেত **৪টি**।
- **নদী বন্দরের জন্য ৪টি সংকেত হলো-**
  - ➢ সতর্ক সংকেত
  - ➢ হুশিয়ারি সংকেত
  - ➢ বিপদ সংকেত
  - ➢ মহাবিপদ সংকেত

বাংলাদেশে আবহাওয়া কেন্দ্র আছে ৪টি-
- ➢ ঢাকা
- ➢ পতেঙ্গা
- ➢ কক্সবাজার
- ➢ পটুয়াখালীর খেপুপাড়া

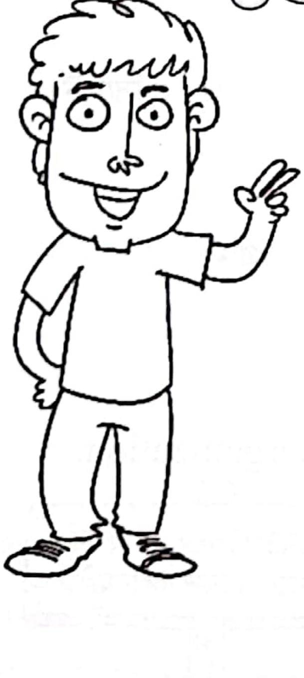

ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন: বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে দেয়া আছে, বাংলাদেশে উপকূলীয় জেলা ১২টি অথবা ১৩টি। তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে বাংলদেশের উপকূলীয় জেলা মোট ১৯টি। জেলাগুলো হলো-
♦সাতক্ষীরা ♦খুলনা ♦বাগেরহাট ♦বরগুনা ♦বরিশাল ♦ভোলা ♦চাঁদপুর ♦চট্টগ্রাম ♦কক্সবাজার ♦ফেনী ♦গোপালগঞ্জ ♦যশোর ♦ঝালকাঠি ♦লক্ষীপুর ♦নড়াইল ♦নোয়াখালী ♦পিরোজপুর ♦শরীয়তপুর ♦পটুয়াখালী।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন- দুদক

- প্রতিষ্ঠা- ২১ নভেম্বর, ২০০৪।
- অবস্থান- সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- দুর্নীতি দমন আইন পাশ- ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সাল।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২ সালে।
- JRC- Joint River Commission.
- উদ্দেশ্য- বন্যা নিয়ন্ত্রণে দুদেশের মধ্যে সহযোগিতা।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)

- BAEC- Bangladesh Atomic Energy Commission.
- প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৩ সালে।
- পূর্বনাম- বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন।
- অবস্থান- ঢাকা শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- প্রতিষ্ঠা- ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সাল।
- যাত্রা শুরু- ১ ডিসেম্বর, ২০০৮ সাল।
- চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়- রাষ্ট্রপতি।
- সদস্য- ১ জন চেয়ারম্যান ও অনধিক ৩ জন সদস্য।
- প্রথম চেয়ারম্যান- বিচারপতি আমিরুল কবীর চৌধুরী।
- ২য় চেয়ারম্যান- ড. মিজানুর রহমান।

রেগুলেটরি রিফরমস কমিশন

- প্রতিষ্ঠা- ২০০৭ সালে।
- RRC- Regulatory Reforms Commission
- কাজ- দেশের অপ্রয়োজনীয়, পুরনো ও জটিল বিধিবিধান সংস্কার করে সেগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা।

সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন	জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
• প্রতিষ্ঠাকাল- ২০০৮ সালে। • সদস্য- ৩ জন (১ জন চেয়ারম্যান এবং ২ জন সদস্য)। • সদর দপ্তর- হেয়ার রোড, ঢাকা। • কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়- ২০০৮ সালে।	• প্রতিষ্ঠাকাল- ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ • সদস্য- ৭ জন • কাজ- সহকারী জজ নিয়োগ করা

Scanned with CamScanner

১৪. **গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রা কত ডিগ্রি?** [ইবি-ঘ, ০২-০৩]
ক. ২৩.০ খ. ২৭.৫ গ. ২৭.৮ ঘ. ২৫.০

১৫. **বাংলাদেশের শীতলতম স্থান কোনটি?** [রাবি-সমাজকর্ম বিভাগ, ০৪-০৫]
ক. লালমাই খ. শ্রীমঙ্গল গ. লালপুর ঘ. লালমণি

১৬. **বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?** [উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার, ০৫]
ক. জানুয়ারি খ. ফেব্রুয়ারি গ. ডিসেম্বর ঘ. নভেম্বর

১৭. **কোন কোন মাসে কাল-বৈশাখী ঝড় হয়?** [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক, ০৯]
ক. ফাল্গুন-চৈত্র খ. চৈত্র-বৈশাখ গ. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ঘ. বৈশাখ

১৮. **বাংলাদেশের কোন ঋতুকে স্বতন্ত্র ঋতু বলা হয়?** [ইবি-ঘ, ০৩-০৪]
ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা গ. শরৎ ঘ. শীত

১৯. **বাংলাদেশে বছরের কোন মাসে সবচেয়ে বড় দিন হয়?** [টিটি প্রশিক্ষণ ও উপসহকারী প্রকৌশলী, ০৩]
ক. মার্চ খ. ডিসেম্বর গ. জুন ঘ. আগস্ট

২০. **বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর যে মন্ত্রণালয়ের অধীন-** [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সাইফার অফিসার, ০৫]
ক. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গ. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ. বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২১. **স্পারসো কী?** [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক, ০১/রাবি-ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং-অবাণিজ্য, ০৪-০৫]
ক. মহাকাশ গবেষণাকারী বেসরকারি সংস্থা খ. ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র
গ. মহাকাশ গবেষণাকারী সরকারি সংস্থা ঘ. একটি আধুনিক মহাকাশ প্রযুক্তি

উত্তরমালা

১৪. গ	১৫. খ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. খ	১৯. গ	২০. ক	২১. গ

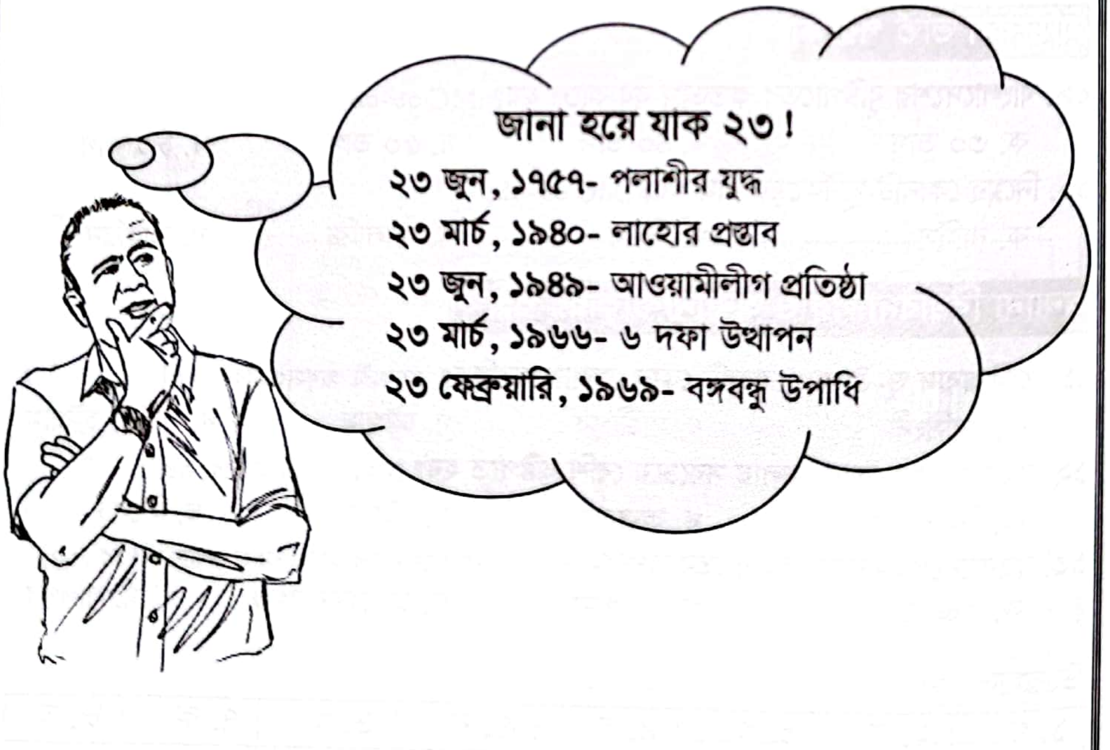

বাংলাদেশের নদ-নদী

গাঙ্গেয় বদ্বীপ/ বঙ্গীয় বদ্বীপ (Ganges Delta/ Bengal Delta)

নদীর মোহনায় স্রোতের কারণে মাটি, বালু জমাট হয়ে একসময় মাত্রাহীন 'ব' আকৃতির দ্বীপের সৃষ্টি হয়। ত্রিভুজাকৃতির এ ধরনের দ্বীপই হচ্ছে বদ্বীপ (Delta)। গ্রীক অক্ষর 'Δ' (Delta) বা বাংলা অক্ষর মাত্রাহীন 'ব' এর থেকে বদ্বীপ বা Delta শব্দটি এসেছে। গঙ্গা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনায় গঠিত মিলিত ব-দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ।

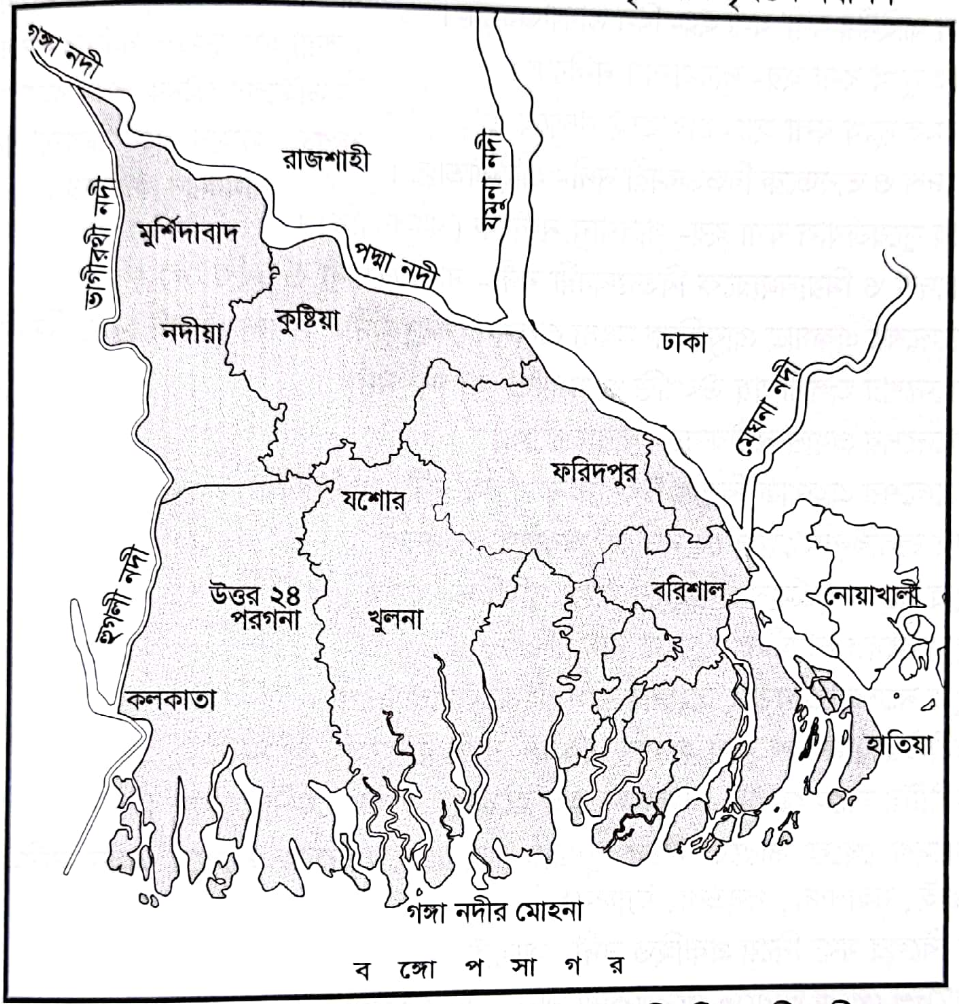

গঙ্গা বদ্বীপ বলতে মূলত পশ্চিমে ভারতের ভাগীরথী-হুগলী নদীরেখা ও পূর্বে বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা নদীরেখার অন্তরবর্তী অংশকে বোঝায়।

বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদী

- বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত (Trans-boundary Rivers) নদী- ৫৭টি (মতান্তরে ৫৮টি)।
- বাংলাদেশে ও ভারত এর মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা- ৫৪টি (মতান্তরে ৫৫টি)।
- মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী- ৩টি (নাফ, মাতামুহুরী, সাঙ্গু)।

উল্লেখযোগ্য আন্তঃসীমান্ত নদীগুলো হল...

ভৈরব-কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা, আত্রাই, পুনর্ভবা, টাংগন, কুলিক, মহানন্দা, করতোয়া, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, যাদুকাটা, শারি-গোয়াইন, সুরমা, কুশিয়ারা, গোমতী, কর্ণফুলি, সাংগু, মাতামুহুরী এবং নাফ।

Scanned with CamScanner

এক নজরে বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশের একটি নদীর নামকরণ করা হয় একজন ব্যক্তির নামে। নড়াইলের জনৈক লবণ ব্যবসায়ী রূপচাঁদ সাহার নামে 'রূপসা' নদীর নামকরণ করা হয়।

- যৌথ নদী কমিশন (JRC) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- আন্তর্জাতিক নদী- ২টি (ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা)।
- কুমিল্লার দুঃখ বলা হয়- গোমতী নদীকে।
- ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট নদী- যমুনা।
- পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন বলা হয়- গড়াই নদীকে।
- 'পশ্চিমা বাহিনীর নদী' বলা হয়- বিল ডাকাতিয়াকে।
- বাংলার দুঃখ বলা হয়- দামোদার নদীকে।
- চট্টগ্রামের দুঃখ বলা হয়- চাকতাই খালকে।
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা।
- বাংলার সুয়েজখাল বলা হয়- গাবখান নদীকে (ঝালকাঠি)।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ (দৈর্ঘ্য ৬৩ কি.মি)।
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র নদী- হালদা (দৈর্ঘ্য ১০৬ কি.মি)।
- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি- হালদা নদী ।
- বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ।
- বাংলাদেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম নদী- কর্ণফুলী।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র যে নদীতে অবস্থিত- কর্ণফুলী।
- ব্রহ্মপুত্র নদের বর্তমান প্রবাহ যে নামে পরিচিত- যমুনা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশের নাম- ডিহি।
- ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতীয় অংশের নাম- ইয়ারলাঙ সাংপো।
- যে নদীটির নামকরণ করা হয়েছে একজন ব্যক্তির নামে- রূপসা।
- যে নদীটির নামে জেলার নামকরণ করা হয়েছে- ফেনী (ফেনী জেলা)।
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে এসেছে এমন নদী- ৪টি (আত্রাই, মহানন্দা, পূনর্ভবা, ট্যাঙ্গন)।
- চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী- আত্রাই।
- বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী- ১টি (কুলিক)।
- উৎপত্তিস্থলে মেঘনা নদীর নাম- বরাক।
- নদী ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণকে বলা হয়- সিকস্তি।
- নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ শুরু করে তাদের বলা হয়- পয়স্তী।
- জীবন্ত সত্তা (লিভিং এনটিটি) মর্যাদা পাওয়া দেশের প্রথম নদী- তুরাগ।
- বাংলাদেশের প্রথম পানি জাদুঘর অবস্থিত- পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার পাখিমারায়।

বিভিন্ন নদীর পূর্বনাম

➤ পদ্মা নদীর প্রাচীন নাম- নলিনী/ কীর্তিনাশা।

➤ যমুনা নদীর প্রাচীন নাম- জোনাই।

➤ বুড়িগঙ্গা নদীর প্রাচীন নাম- দোলাই।

➤ ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন নাম- লৌহিত্য।

Scanned with CamScanner

উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর গতিপথ

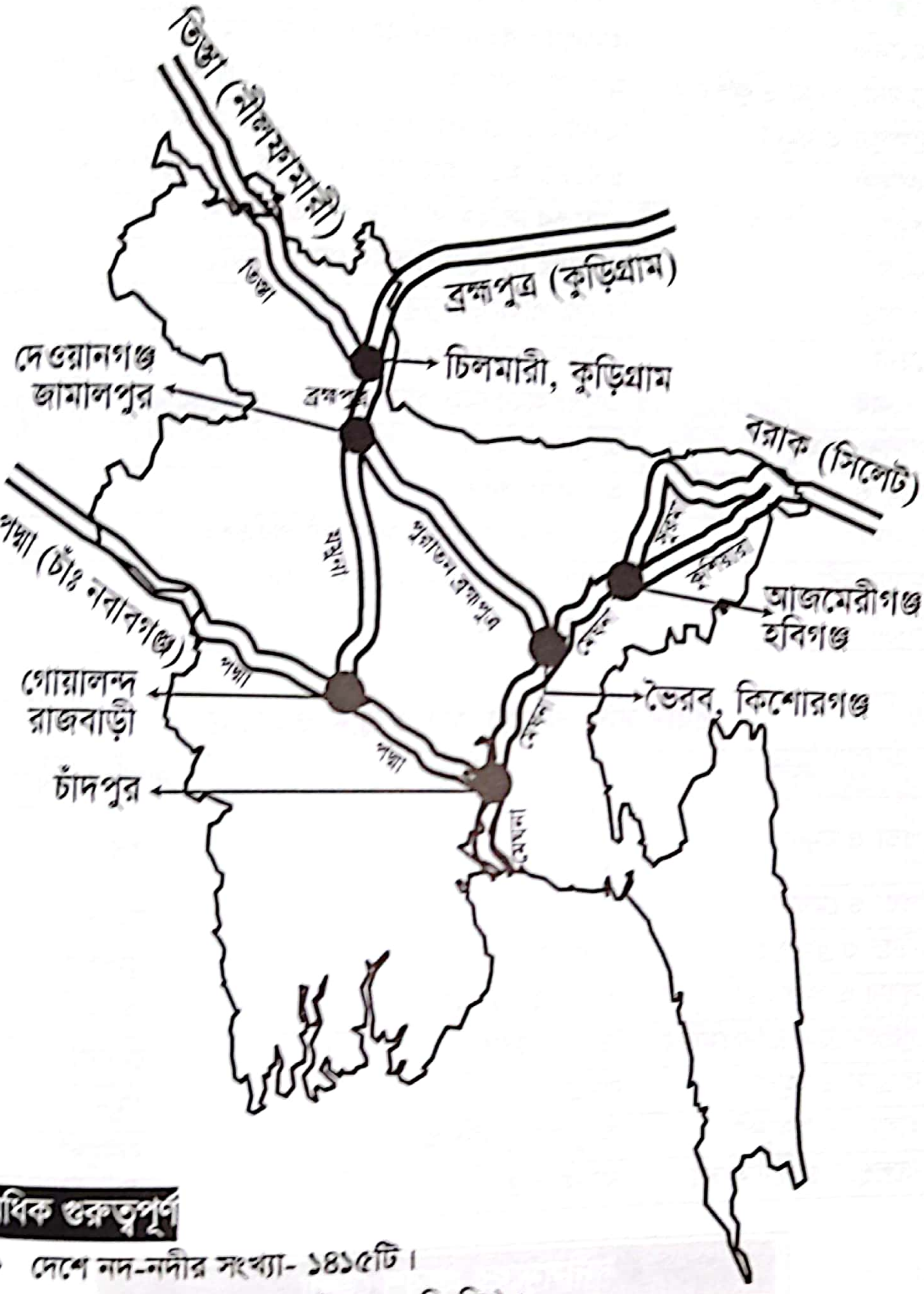

অধিক গুরুত্বপূর্ণ

- দেশে নদ-নদীর সংখ্যা- ১৪১৫টি।
- দৈর্ঘ্যতম নদী- পদ্মা (দৈর্ঘ্য- ৩৫১ কি.মি.)।
- ক্ষুদ্রতম নদী- বলেশ্বর (দৈর্ঘ্য- ০.২ কি.মি.)।
- বলেশ্বর নদীর অবস্থান- শেরপুর জেলায়।
- ইছামতি নামে বিভিন্ন জেলায় নদী আছে- ১৪টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম, প্রশস্ততম ও গভীরতম নদী- মেঘনা।

Scanned with CamScanner

নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

নদ-নদী	উৎপত্তিস্থল
পদ্মা বা গঙ্গা	হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড়
মেঘনা, সুরমা ও কুশিয়ারা	আসামের নাগা-মণিপুর পাহাড়ের মাও সংসা অংশ
ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা	তিব্বতের হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ
কর্ণফুলী	ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ
করতোয়া ও তিস্তা	ভারতের সিকিম রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল
কংস	ভারতের শিলং মালভূমির গারো পাহাড়
গোমতী	ত্রিপুরা পাহাড়ের ডুমুর
ফেনী	ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল
খোয়াই	ত্রিপুরা আঠারমুড়া পাহাড়
সালদা ও মনু	ত্রিপুরার পাহাড়
সাঙ্গু ও নাফ	আরাকান পর্বত
হালদা	খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ
মাতামুহুরী	বান্দরবানের লামার মইভার পর্বত
মহুরী	ত্রিপুরার লুসাই পাহাড়

প্রধান নদী সমূহের মিলিত স্থান ও প্রবাহ

নদী	মিলিতস্থল	সম্মিলিত প্রবাহ
পদ্মা ও যমুনা	দৌলতদিয়া, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী), আরিচা (মানিকগঞ্জ)	পদ্মা
পদ্মা ও মেঘনা	চাঁদপুর	মেঘনা
তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী, কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র
সুরমা ও কুশিয়ারা	আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	কালনী
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা	ভৈরব বাজার	মেঘনা
বাঙালি ও যমুনা	বগুড়া	যমুনা
হালদা ও কর্ণফুলী	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা	নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা

নদীসমূহের প্রবেশ জেলা

- পদ্মা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- মেঘনা- সিলেট
- ব্রহ্মপুত্র- কুড়িগ্রাম
- কর্ণফুলী- চট্টগ্রাম
- তিস্তা- নীলফামারী
- তিতাস- ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- মহানন্দা- পঞ্চগড়
- ভৈরব- মেহেরপুর

Scanned with CamScanner

নদ-নদীর শাখা-প্রশাখা ও উপনদী

নদী	উপ নদী	শাখা নদী
পদ্মা	মহানন্দা, পুনর্ভবা	কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ
মহানন্দা	পুনর্ভবা, নাগর, ট্যাংগন ও কুলিক	
মেঘনা	মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী	
ব্রহ্মপুত্র	ধরলা ও তিস্তা	যমুনা, বংশী, শীতলক্ষ্যা
যমুনা	তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই	ধলেশ্বরী
কর্ণফুলী	হালদা, বোয়ালখালি, কাসালং, মাইনী	
ধলেশ্বরী		বুড়িগঙ্গা
ভৈরব		কপোতাক্ষ ও পশুর

নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

- **সোনারগাঁ-** শীতলক্ষ্যা।
- **পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার-** আত্রাই।
- **মহাস্থানগড়-** করতোয়া।
- **লালবাগের কেল্লা-** বুড়িগঙ্গা।
- **আহসান মঞ্জিল-** বুড়িগঙ্গা।
- **ফারাক্কা বাঁধ-** গঙ্গা।
- **তিস্তা বাঁধ প্রকল্প-** তিস্তা।
- **বাকল্যান্ড বাঁধ-** বুড়িগঙ্গা।
- **যমুনা সার কারখানা-** যমুনা।
- **গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-** ভৈরব।
- **ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা-** কুশিয়ারা।
- **বাংলাবান্দা স্থলবন্দর-** মহানন্দা।

গুরুত্বপূর্ণ ফেরী ঘাটের অবস্থান

- **বাহাদুরাবাদ-** জামালপুর
- **জগন্নাথগঞ্জ-** জামালপুর
- **দৌলতদিয়া-** রাজবাড়ী
- **নগরবাড়ি-** পাবনা
- **পাটুরিয়া-** মানিকগঞ্জ
- **আরিচা-** মানিকগঞ্জ
- **মাওয়া-** মুন্সিগঞ্জ
- **কাওরাকান্দি-** মাদারীপুর

নদী তীরবর্তী জেলা/শহর

জেলা/শহর	নদী	জেলা/শহর	নদী
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা	বরিশাল	কীর্তনখোলা
নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	বগুড়া	করতোয়া
কক্সবাজার	নাফ	কুমিল্লা	গোমতি
চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	মহাস্থানগড়	করতোয়া
খুলনা	ভৈরব	শিলাইদহ	পদ্মা
ময়মনসিংহ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	কুষ্টিয়া	গড়াই
রাজশাহী	পদ্মা	মংলা	পশুর
সিলেট	সুরমা	চট্টগ্রাম বন্দর	কর্ণফুলী
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা	রংপুর	তিস্তা

Scanned with CamScanner

নদীকেন্দ্রীক চলচ্চিত্র

পদ্মানদীর মাঝি

পদ্মা নদীকে নিয়ে **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** রচনা করেন উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'। উপন্যাসটিকে নিয়ে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন **গৌতম ঘোষ**। **হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** 'Boatman of Padma' নামে উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

তিতাস একটি নদীর নাম

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটির ঔপন্যাসিক **অদ্বৈত মল্লবর্মণ** হলেও উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন **ঋত্বিক ঘটক**। **মেঘনার উপনদী তিতাস** নদীর পাড়ের দরিদ্র মালো শ্রেণির জীবন কাহিনী ফুটে উঠেছে **'তিতাস একটি নদীর নাম'** উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে।

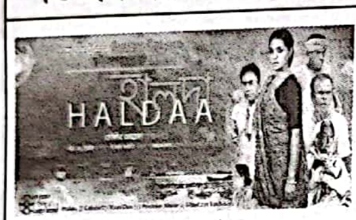

হালদা

বাংলাদেশের **একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র নদী** হালদাকে নিয়ে 'হালদা' নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন **তৌকির আহমেদ**। **এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র** হালদা নদীর দুই পাড়ের জেলে জীবনের কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চলচ্চিত্রটিতে।

নদী কেন্দ্রীক উপন্যাস

উপন্যাস	ঔপনাসিক
পদ্মানদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
নদী ও নারী	হুমায়ূন কবির
কর্ণফুলী	আলাউদ্দীন আল আজাদ
গঙ্গা	সমরেশ বসু
কাঁদো নদী কাঁদো	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
ধলেশ্বরী	প্রবোধবন্ধু অধিকারী
ইছামতি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতিবিজড়িত নদী

- **কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-** পদ্মা।
- **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-** পদ্মা।
- **মাইকেল মধুসূদন দত্ত-** কপোতাক্ষ।
- **এসএম সুলতান-** চিত্রা।
- **কবি জসীমউদ্দীন-** আড়িয়াল খাঁ।
- **বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম-** সুরমা।
- **অদ্বৈত মল্লবর্মন-** তিতাস।
- **কবি আল মাহমুদ-** তিতাস।

Scanned with CamScanner

ফারাক্কা বাঁধ

বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ বলে খ্যাত ফারাক্কা বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পানি সংকট, নদীভরাটসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার পানিবন্টন প্রশ্নে বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না বিধায় জাতিসংঘের এজেন্ডা-২১-এ বিষয়টি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

একনজরে ফারাক্কা বাঁধ

- **অবস্থান-** মনোহরপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
- **যে নদীর উপর-** গঙ্গা।
- **নির্মাণ কাজ শুরু-** ১৯৬১ সালে; **নির্মাণ কাজ শেষ-** ১৯৭৪ সালে।
- **পরীক্ষামূলক ভাবে চালু-** ১৯৭৫ সালে।
- **বাংলাদেশ সীমান্ত হতে দূরত্ব-** ১৬.৫ কি. মি. (১১ মাইল)।
- **মাওলানা ভাসানী ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে লংমার্চ করেন-** ১৬ মে, ১৯৭৬
- **ফারাক্কা দিবস-** ১৬ মে।
- **নির্মাণে ভারতকে সহায়তা করে-** সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- **নির্মাণের উদ্দেশ্য-** কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধি।
- **ফারাক্কা ইস্যু-** জাতিসংঘের এজেন্ডা-২১ অধিভুক্ত।
- ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

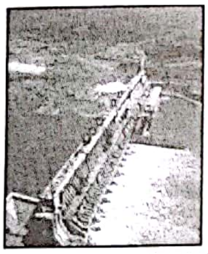

পশ্চিমবঙ্গের মনোহরপুরে ফারাক্কা বাঁধ

ফারাক্কার অবস্থান

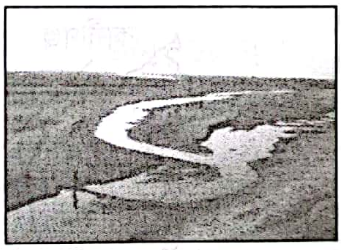

ফারাক্কার প্রভাবে রাজশাহীতে পদ্মার বেহাল দশা

টিপাইমুখ বাঁধ

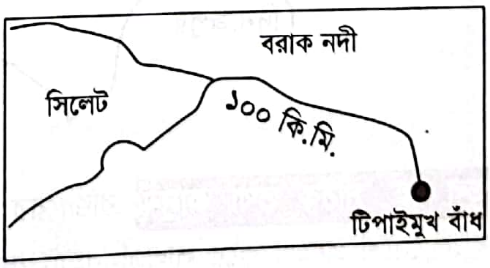

- **দৈর্ঘ্য-** ১৬০০ ফুট।
- **অবস্থান-** ভারতের মণিপুর রাজ্যে।
- **যে নদীর উপর-** বরাক নদী।
- **যে নদীর সংযোগস্থলে-** তুইভাই ও বরাক।
- **নির্মাণ কাজ শুরু হয়-** ২০০৯ সালে।
- **বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দূরত্ব-** ১০০ কি. মি.

Scanned with CamScanner

গজলডোবা বাঁধ

- বাঁধ দেওয়া হয়েছে- তিস্তা নদীর ভারতীয় অংশে।
- ভারত সরকার নির্মাণ করেন- ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশের তিস্তা বাঁধ (Barrage) থেকে- ৬০ কি.মি. উজানে অবস্থিত।

তিস্তা বাঁধ

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাঁধ- তিস্তা।
- দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প- তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- অবস্থান- লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা দোয়ানিতে।
- ভারতীয় নাম- ডালিয়া ব্যারেজ।
- নির্মিত হয়- ১৯৯৮ সালে।
- দৈর্ঘ্য- ৬১৫.২৪ মিটার।
- উদ্দেশ্য- কৃষি সেচ।
- ফটক- ৫৪টি।
- তিস্তা নিয়ে সমঝোতা স্মারক- ১৯৮৩ সালে।
- তিস্তা নিয়ে খসড়া চুক্তি হয়- ২০১১ সালে।
- বাংলাদেশ পায়- ২৫% পানি (প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী পাওয়ার কথা ৪৮% পানি)।

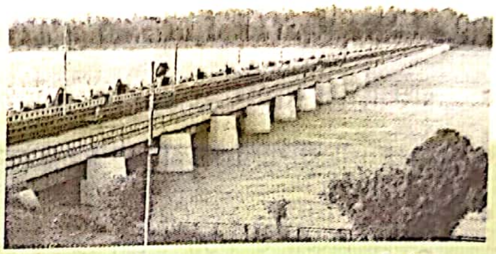

তিস্তা বাধেঁর উদ্দেশ্য ৬ লাখ কিউসেক পরিমাণ পানি শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য বিভিন্নখাতে প্রবাহিত করা।

ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন: বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে দেয়া আছে, তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে লালমনিরহাট জেলা দিয়ে। তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে তিস্তা নদীর একটি অংশ বাংলাদেশে প্রবেশ করে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার ছাতনাই ইউনিয়নের কালীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে এবং অপর একটি অংশ বাংলাদেশে প্রবেশ করে নীলফামারী জেলার খড়িবাড়ি সীমান্ত দিয়ে। *[তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা।]*

Scanned with CamScanner

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৯৭৭ সালে ঢাকায় নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যা তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত (হাইড্রোলিক রিসার্চ, জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ এবং অর্থ ও প্রশাসন অধিদপ্তর)। ১৯৮৯ সালে এটি ঢাকা থেকে ফরিদপুরের হারুকান্দিতে স্থানান্তর করা হয়।

ফরিদপুরের হারুকান্দিতে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে 'ইপিওয়াপদা' এর পানি অংশ 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)' সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের চর

- **ভোলা জেলায় অবস্থিত-** চর মানিক, চর জব্বার, চর নিউটন, চর কুকড়ি মুকড়ি, চর নিজাম, চর জংলী, চর মনপুরা, চর ফয়েজ উদ্দীন।
- **ফেনী জেলায় অবস্থিত-** মুহুরীর চর।
- **নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত-** চর শ্রীজনি, চর শাহাবানী, ভাসানচর ইত্যাদি।
- **লক্ষ্মীপুর জেলায় অবস্থিত-** চর আলেকজান্ডার, চর গজারিয়া।
- **চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত-** উড়ির চর।
- **রাজশাহী জেলায় অবস্থিত-** নির্মল চর।
- **দুবলার চর অবস্থিত-** সুন্দরবনে। **অপরনাম-** জাফর পয়েন্ট।

ভাসানচর

- অন্যনাম- চরপ্রিয়া।
- অবস্থান- বঙ্গোপসাগরে (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নে)।
- চরটিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হয়- ৪ ডিসেম্বর, ২০২০।

ঠেঙ্গারচর এবং জালিয়ারচর নামক দু'টি চর নিয়ে ভাসানচর গঠিত।

Scanned with CamScanner

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. তিস্তা, মহানন্দা ও জাদুকাটা নদীগুলো- [DU খ' ২২-২৩]
ক. আন্তঃসীমান্ত নদী খ. পাহাড়ি নদী গ. মেঘনার উপনদী ঘ. নুড়িবাহী নদী

০২. তিস্তা নদীর উৎপত্তিস্থল? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. তিব্বত খ. সিকিম গ. ভূটান ঘ. নেপাল

০৩. বাংলাদেশের কোন নদী প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত? [DU খ' ১৬-১৭]
ক. হালদা খ. মেঘনা গ. যমুনা ঘ. পদ্মা

০৪. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [DU খ' ১৬-১৭]
ক. গঙ্গা খ. করতোয়া গ. মহানন্দা ঘ. ডাকাতিয়া

০৫. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা- [DU ঘ' ১৮-১৯, DU খ' ১৬-১৭]
ক. ৫০ খ. ৫২ গ. ৫৩ ঘ. ৫৪

০৬. আড়িয়াল বিল কোথায় অবস্থিত? [DU খ' ১৬-১৭]
ক. কুড়িগ্রাম খ. নড়াইল গ. নাটোর ঘ. মুন্সিগঞ্জ

০৭. দুবলার চর কোথায় অবস্থিত? [DU খ' ১৬-১৭]
ক. সেন্টমার্টিন দ্বীপে খ. সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে গ. ভোলায় ঘ. কক্সবাজারে

০৮. বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী কোনটি? [DU ঘ' ০২-০৩]
ক. মেঘনা খ. পদ্মা গ. যমুনা ঘ. করতোয়া

০৯. কোন নদীটি বাংলাদেশ হতে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে? [DU খ' ৯৮-৯৯]
ক. আত্রাই খ. হালদা গ. কুশিয়ারা ঘ. চিত্রা

১০. উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম কী? [DU ঘ' ১২-১৩]
ক. মানস খ. লুসাই গ. বরাক ঘ. গোমতি

১১. ধানসিঁড়ি নদী কোন জেলায় অবস্থিত? [DU খ' ১৫-১৬]
ক. পাবনা খ. চাঁদপুর গ. ঝালকাঠি ঘ. খুলনা

১২. যে নদীর পূর্ব নাম দোলাই- [DU খ' ০৯-১০]
ক. যমুনা খ. পদ্মা গ. বুড়িগঙ্গা ঘ. সুরমা

১৩. 'সাইনী' কোন নদীর উপ-নদী? [DU ঘ' ১২-১৩]
ক. সাঙ্গু খ. যমুনা গ. টাঙ্গন ঘ. কর্ণফুলী

১৪. সিকিমের পর্বত থেকে বাংলাদেশের কোন নদীর উৎপত্তি হয়েছে? [DU ১১-১২]
ক. মনু খ. কর্ণফুলী গ. করতোয়া ঘ. সাঙ্গু

১৫. মাওয়া ফেরিঘাট কোন জেলায় অবস্থিত? [DU খ, ০৮-০৯]
ক. শরীয়তপুর খ. মাদারীপুর গ. ঢাকা ঘ. মুন্সিগঞ্জ

১৬. গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [DU ঘ' ০০-০১]
ক. ভৈরব খ. মেঘনা গ. রূপসা ঘ. সুরমা

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. খ	৮. ক
৯. ক	১০. গ	১১. গ	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. ক

Scanned with CamScanner

১৭. প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধটি যে দুই নদীর সংযোগস্থলে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে- [DU খ ০৯-১০]
ক. বরাক, তুইভাই
খ. সুরমা, কুশিয়ারা
গ. খোয়াই, মুশিয়ারা
গ. সুরমা, বারাক
১৮. টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে পরিকল্পনা কোন নদীতে? [DU ঘ' ১১-১২]
ক. সুরমা খ. বরাক গ. কুশিয়ারা ঘ. যমুনা

বি সি এস

১৯. বাংলাদেশের নবীনতম নদী কোনটি? (46 BCS)
ক. পদ্মা খ. যমুনা গ. জিঞ্জিরাম ঘ. মেঘনা
২০. ডাউকি ফল্ট বরাবর একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশের কোন নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে? (44 BCS)
ক. ব্রহ্মপুত্র নদী খ. পদ্মা নদী গ. কর্ণফুলি নদী ঘ. মেঘনা নদী
২১. নিম্নের কোন উপজেলাটি সবচেয়ে নদীভাঙ্গন-প্রবণ? (43 BCS)
ক. বোয়ালমারী খ. নড়িয়া গ. আলমডাঙ্গা ঘ. নিকলি
২২. কোনটি যমুনার উপনদী? (42 BCS)
ক. তিস্তা খ. ধলেশ্বরী গ. খোয়াই ঘ. বংশী
২৩. বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত- [30 BCS/RU 07-08]
ক. ফরিদপুর খ. চাঁদপুর গ. চট্টগ্রাম ঘ. নারায়ণগঞ্জ
২৪. বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে কোনটি? [24, 11 BCS]
ক. ব্রহ্মপুত্র খ. পদ্মা গ. মেঘনা ঘ. যমুনা
২৫. যমুনা নদী কোথায় পতিত হয়েছে? [28, 14 BCS]
ক. পদ্মা খ. বঙ্গোপসাগর গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. মেঘনা
২৬. বাংলাদেশের বৃহত্তম বা দীর্ঘতম নদী- [11 BCS]
ক. যমুনা খ. ব্রহ্মপুত্র গ. পদ্মা ঘ. মেঘনা
২৭. কীসের স্রোতে নদীখাত গভীর হয়? [35 BCS]
ক. সমুদ্রস্রোত খ. বানের স্রোত গ. নদীস্রোত ঘ. জোয়ার-ভাটার স্রোত
২৮. বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে? [26 BCS]
ক. ভৈরব খ. চাঁদপুর গ. দেওয়ানগঞ্জ ঘ. আজমিরীগঞ্জ
২৯. বাঙালি ও যমুনা নদীর সংযোগ কোথায়? [25 BCS/RU 07-08]
ক. রাজশাহী খ. পাবনা গ. বগুড়া ঘ. সিরাজগঞ্জ
৩০. পদ্মা ও যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে? [21 BCS]
ক. চাঁদপুর খ. বাহাদুরপুর গ. গোয়ালন্দ ঘ. ভোলা
৩১. বাংলাদেশে প্রবেশের পর গঙ্গা নদী, ব্রহ্মপুত্র যমুনার সাথে নিম্নোক্ত একটা জায়গায় মেশে- [17 BCS]
ক. গোয়ালন্দ খ. বাহাদুরপুর গ. ভৈরববাজার ঘ. নারায়ণগঞ্জ
৩২. পুনর্ভবা, নাগর ও ট্যাঙ্গন কোন নদীর উপনদী? [14 BCS]
ক. মহানন্দা খ. ভৈরব গ. কুমার ঘ. বরাল
৩৩. ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী কোনটি? [18 BCS]
ক. শীতলক্ষ্যা খ. বুড়িগঙ্গা গ. ধরলা ঘ. বংশী
৩৪. ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে? [13 BCS]
ক. ত্রিপুরা পাহাড় খ. কৈলাস শৃঙ্গ গ. সিকিম অঞ্চল ঘ. মিজোরাম পাহাড়

উত্তরমালা

১৭. ক	১৮. খ	১৯. গ	২০. ক	২১. খ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ক
২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. গ	৩১. ক	৩২. ক
৩৩. খ	৩৪. খ						

Scanned with CamScanner

৩৫. সিলেট কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [22 BCS]
ক. আড়িয়াল খাঁ খ. সুরমা গ. চন্দনা ঘ. রূপসা

৩৬. বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প কোনটি? [26 BCS]
ক. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প খ. তিস্তা সেচ প্রকল্প
গ. কাপ্তাই সেচ প্রকল্প ঘ. ফেনী সেচ প্রকল্প

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

৩৭. বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী কোনটি? [MC 07-08]
ক. হালদা খ. কুশিয়ারা গ. কর্ণফুলী ঘ. যমুনা

৩৮. নদীর তীরবর্তী শহর-বন্দর নিম্নের কোনটি সঠিক? [MC 08-09]
ক. শিলাইদহ-মেঘনা খ. চালনা-যমুনা গ. সারদা-পদ্মা ঘ. ঠাকুরগাঁও-পশুর

৩৯. নদীর তীরবর্তী শহর/স্থান নিম্নের কোন জোড়াটি সঠিক নয়? [MC' 12-13]

স্থানের নাম	নদীর নাম
ক. কুষ্টিয়া	গড়াই
খ. মাদারীপুর	যমুনা
গ. দিনাজপুর	পুনর্ভবা
ঘ. মহাস্থানগড়	করতোয়া

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৪০. এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র কোনটি? [রাবি-নৃবিজ্ঞান, ০৫-০৬]
ক. হালদা নদী খ. হাইল হাওড় গ. চলনবিল ঘ. হাকালুকি

৪১. কোনটি নদ? [উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ১০]
ক. মেঘনা খ. যমুনা গ. তিস্তা ঘ. ব্রহ্মপুত্র

৪২. মিয়ানমার হতে কটি নদী বাংলাদেশের প্রবেশ করেছে? [দুর্নীতি দমন কমিশন উপসহকারী পরিচালক, ১০]
ক. ১ টি খ. ২ টি গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

৪৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী কোনটি? [উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার, ০৫]
ক. সুরমা খ. কর্ণফুলী গ. তিস্তা ঘ. মেঘনা

৪৪. ব্রহ্মপুত্র নদী কোন জেলার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে? [ইবি ঘ, ০২-০৩]
ক. গাইবান্ধা খ. নীলফামারী গ. ঠাকুরগাঁও ঘ. কুড়িগ্রাম

৪৫. গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে কোন নামে পরিচিত হয়েছে? [চবি খ, ০৮-০৯]
ক. গোমতি খ. সুরমা গ. বুড়িগঙ্গা ঘ. পদ্মা

৪৬. কোন নদীর অপর নাম কীর্তিনাশা? [খাদ্য অধিদপ্তরের অফিস সহকারী-১২]
ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. যমুনা ঘ. ধরলা

৪৭. চরফ্যাশন কোন জেলায়? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক, ০৯]
ক. ভোলা খ. বরিশাল গ. বাগেরহাট ঘ. লক্ষ্মীপুর

৪৮. নির্মল চর কোথায় অবস্থিত? [খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ০৬]
ক. ফেনী খ. ভোলা গ. রাজশাহী ঘ. হাতিয়া

৪৯. 'দুবলার চর' কোথায় অবস্থিত? [জবি খ, ১১-১২]
ক. সেন্টমার্টিন খ. সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে
গ. ভোলা জেলায় ঘ. মাধবকুন্ডের পাশে

উত্তরমালা

৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. ক	৩৮. গ	৩৯. খ	৪০. ক	৪১. ঘ	৪২. গ
৪৩. খ	৪৪. ঘ	৪৫. ঘ	৪৬. ক	৪৭. ক	৪৮. গ	৪৯. খ	

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের জলপ্রপাত, ঝর্ণা, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ও দ্বীপ

- **পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ-** বাংলাদেশ।
- **বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ-** সুন্দরবন।
- **কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ-** সেন্টমার্টিন।
- **বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ-** মহেশখালী।
- **বাতিঘর আছে-** কুতুবদিয়া দ্বীপে (কক্সবাজার)।
- **মনপুরা দ্বীপ অবস্থিত-** ভোলা জেলায়।
- **বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা-** ভোলা।
- **নির্মলচর অবস্থিত-** রাজশাহী জেলায়।
- **বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর-** চট্টগ্রাম।
- **বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর-** নারায়ণগঞ্জ।
- **বাংলাদেশের প্রধান স্থলবন্দর-** বেনাপোল (যশোর)।
- **বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়-** গারো (ময়মনসিংহ)।
- **বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ-** তাজিংডং (বিজয়)।
- **বাংলাদেশের বিখ্যাত জলপ্রপাত মাধবকুন্ড ও হামহাম অবস্থিত-** মৌলভীবাজারে।
- **বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল-** চলনবিল (পাবনা ও নাটোর জেলা)।
- **বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওড়-** হাকালুকি (মৌলভীবাজার)।
- **বাংলার সুয়েজ খাল নামে পরিচিত 'গাবখান চ্যানেল' অবস্থিত-** ঝালকাঠি জেলায়।
- **শীতল পানির ঝর্ণা রয়েছে-** হিমছড়িতে (কক্সবাজার)।
- **উষ্ণ পানির ঝর্ণা রয়েছে-** সীতাকুন্ডে (চট্টগ্রাম)।
- **হিরণ পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট ও জাফর পয়েন্ট অবস্থিত-** সুন্দরবনের দক্ষিণে।
- **'নীলাচল', 'নীলগিরি' ও 'মেঘলা'-** বান্দরবান জেলায় অবস্থিত পর্যটন স্পট।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত ও ঝর্ণা

জলপ্রপাত	অবস্থান
মাধবকুন্ড	বড়লেখা, মৌলভীবাজার
শুভলং	বরকল, রাঙ্গামাটি
সিতাকুন্ড	চট্টগ্রাম
ঋজুক, জাতিপাই	বান্দরবান
হিমছড়ি	কক্সবাজার
খইয়াছড়া	মিরসরাই, চট্টগ্রাম
হামহাম	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
নাফাখুম, বাকলাই	থানচি, বান্দরবান
আমিয়াখুম	নাক্ষিয়ং, থানচি, বান্দরবান
রাইখং	রাঙ্গামাটি
সহস্রধারা	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
শৈলপ্রপাত	মিলনছড়ি, বান্দরবান
রিছাং	খাগড়াছড়ি

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের পাহাড়

বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ গঠিত হয় **'টারশিয়ারি যুগে'**। বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ ভাঁজ বা ভঙ্গিল শ্রেণির। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম **'সাকা হাফং'** **(ত্লাংময়)** কিন্তু সরকারিভাবে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হলো **'বিজয়' (তাজিংডং)**। বাংলাদেশের পাহাড়গুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল: রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত।

২. উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল: সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অবস্থিত।

পাহাড়	বিশেষত্ব
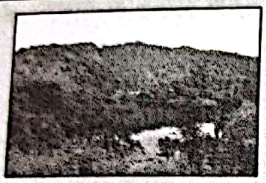 **গারো**	• **অবস্থান:** বৃহত্তর ময়মনসিংহ • বাংলাদেশের বৃহত্তম/বড় পাহাড় • গারো উপজাতিদের বসবাস
বিজয়	• **অবস্থান:** বান্দরবান • সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ • অপর নাম তাজিংডং • উচ্চতা ১২৩১ মিটার (ফুট ৪০৩৯ ফুট)
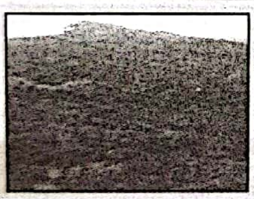 **কেওক্রাডাং**	• **অবস্থান:** বান্দরবান • ২য় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ • উচ্চতা ১২৩০ মিটার
চিম্বুক	• **অবস্থান:** বান্দরবান • ৩য় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ • পাহাড়ের রানি বা কালা পাহাড় নামে পরিচিত
লালমাই	• **অবস্থান:** কুমিল্লা • প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন • লালমাটির পাহাড়
মইভার	• **অবস্থান:** খাগড়াছড়ি • হালদা নদীর উৎপত্তি

Scanned with CamScanner

আলুটিলা	• **অবস্থানঃ** খাগড়াছড়ি • খাগড়াছড়ির উচুঁ পাহাড় • জুম চাষ হয়
চন্দ্রনাথ	• **অবস্থানঃ** সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম • হিন্দুদের তীর্থস্থান • গরম পানির ঝর্ণা রয়েছে **উল্লেখ্যঃ** চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় বাটালি
হিমছড়ি	• **অবস্থানঃ** কক্সবাজার • শীতল পানির ঝর্ণা রয়েছে
কুলাউড়া	• **অবস্থানঃ** মৌলভীবাজার • ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে

বাংলাদেশের লেক

লেক	বিশেষত্ব
কাপ্তাই লেক	• **অবস্থানঃ** রাঙামাটি • একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত • বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় • কাপ্তাই হ্রদ থেকে প্লাবিত রাঙ্গামাটির পার্বত্য এলাকাকে ভেঙ্গি ভ্যালি বলা হয়।
ফয়েজ লেক	• **অবস্থানঃ** পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম • কৃত্রিম হ্রদ; ১৯২৪ সালে নির্মিত
বগা লেক	• **অবস্থানঃ** রুমা, বান্দরবান • বগাকাইন লেক নামেও পরিচিত • কেওক্রাডং এর পাশ ঘেঁষে অবস্থিত
প্রান্তিক হ্রদ	• **অবস্থানঃ** হলুদিয়া, বান্দরবান

বাংলাদেশের উপত্যকা

✦ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্থ সমতলক্ষেত্র বা অসমতল ঢালু ক্ষেত্রকে উপত্যকা বা ভ্যালি বলে।

- ➢ **সাজেক ভ্যালি অবস্থিত-** বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি ('রাঙামাটির ছাদ' বলা হয়)।
- ➢ **সাঙ্গু ভ্যালি অবস্থিত-** চট্টগ্রামে।
- ➢ **বলিশিয়া ভ্যালি অবস্থিত-** মৌলভীবাজারে।
- ➢ **হালদা ভ্যালি অবস্থিত-** খাগড়াছাড়িতে।
- ➢ **মাইনমূখী ভ্যালি অবস্থিত-** রাঙামাটিতে।
- ➢ **নাপিতখালি ভ্যালি অবস্থিত-** কক্সবাজারে।
- ➢ **ভেঙ্গী ভ্যালি অবস্থিত-** রাঙামাটিতে।

B TO B---24

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের দ্বীপ

সেন্টমার্টিন দ্বীপ

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি **প্রবালদ্বীপ**। **সেন্টমার্টিন কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার একটি ইউনিয়ন**। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে এটি **'নারিকেল জিঞ্জিরা'** নামে পরিচিত।

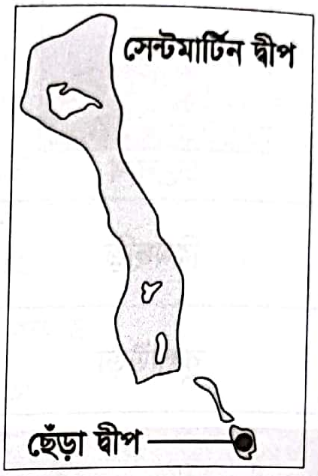

- সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন।
- স্থানীয় নাম নারিকেল জিঞ্জিরা।
- নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত।
- বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ।
- টেকনাফ হতে ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে।
- আয়তন মাত্র ৮ বর্গকিলোমিটার।
- **'অলিভ টারটল'** নামক বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়।
- ছেঁড়াদ্বীপ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ **ছেঁড়াদ্বীপ** বা **ছেঁড়াদিয়া** নামে পরিচিত।

মহেশখালী দ্বীপ

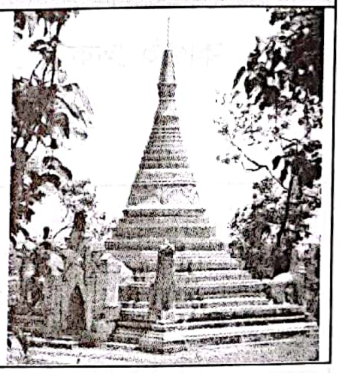

মহেশখালী বাংলাদেশের **একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ**। মহেশখালী কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলার নাম। **সোনাদিয়া, মাতারবাড়ি ও ধলাঘাট** এই তিন দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছে মহেশখালী দ্বীপ। বাংলাদেশের বিখ্যাত **'আদিনাথ মন্দির' মহেশখালী দ্বীপে অবস্থিত**। মূলত মন্দিরটি মহেশখালীর মৈনাক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। আদিনাথ মন্দিরটি **শিব মন্দির** নামেও পরিচিত।

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ

সাতক্ষীরা জেলার **হাড়িয়াভাঙা নদীর মোহনায়** দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৭০ সালে। **এ দ্বীপটি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ**। উভয়েই এ দ্বীপের মালিকানা দাবি করে। দ্বীপটির অন্যনাম **'পূর্বাশা'**। ভারত এ দ্বীপটির নাম দিয়েছিল **'নিউমুর'**। ২০১০ সালে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় দ্বীপটি সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়।

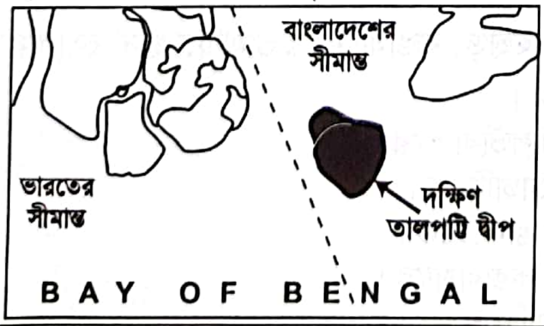

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটির আয়তন মাত্র ১০ বর্গ কিলোমিটার।

Scanned with CamScanner

পুটুনির দ্বীপ

খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার দুবলার চর থেকে ১০ কি.মি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের গভীরতম খাদ **'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের'** সন্নিকটে পুটুনির দ্বীপ/বঙ্গবন্ধু দ্বীপ প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৯২ সালে। এটির আয়তন ৭.৮৪ বর্গ কি. মি.। দ্বীপটির স্থানীয় নাম 'পুটুনির দ্বীপ'।

এই দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ লাল কাঁকড়া

বাংলাদেশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দ্বীপ

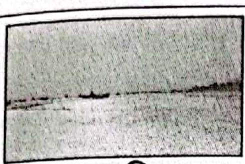 **কুতুবদিয়া**	কক্সবাজার	• **অবস্থান-** কুতুবদিয়া, কক্সবাজার • বাতিঘর আছে • বাতিঘরটি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত
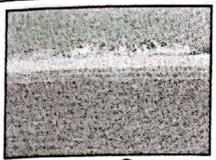 **সোনাদিয়া**	কক্সবাজার	• আয়তন ৯ বর্গকিলোমিটার • মৎস্য আহরণ ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত
সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	• চট্টগ্রাম জেলার প্রধান দ্বীপ • আয়তন ৬৬২ বর্গকিলোমিটার • প্রাচীনকালে জাহাজ তৈরী করা হতো
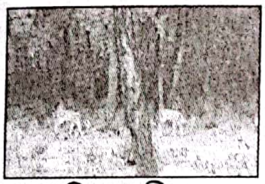 **নিঝুম দ্বীপ**	নোয়াখালী	• **অবস্থান-** হাতিয়া, নোয়াখালী (মেঘনা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত) • আয়তন ৯১ বর্গ কিলোমিটার • পূর্বনাম বাউলার চর, বালুয়ার চর, চর ওসমান
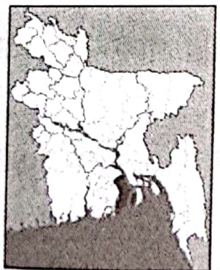 **ভোলা দ্বীপ**	ভোলা	• মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত • একমাত্র দ্বীপ জেলা • বাংলাদেশে বৃহত্তম দ্বীপ • পূর্বনাম দক্ষিণ শাহবাজপুর নোট: ভোলার নিজস্ব ব্র্যান্ডিং-এর জন্য দ্বীপটির নাম 'বাংলাদেশের দ্বীপের রানি' করা হয়েছে।
মনপুরা দ্বীপ	ভোলা	• **অবস্থান-** মনপুরা, ভোলা (মেঘনা নদীর মোহনায়) • পর্তুগীজরা বসবাস করত
শাহপরীর দ্বীপ	কক্সবাজার	• **অবস্থান-** টেকনাফ, কক্সবাজার

Scanned with CamScanner

উদ্যান ও পার্ক

জাতীয় উদ্যান	**রামসাগর জাতীয় উদ্যান** • **অবস্থান-** দিনাজপুর। • **উদ্যানটির প্রধান আকর্ষণ-** রামসাগর দিঘি। • **দেশের বৃহত্তম মানবসৃষ্ট দিঘি হিসেবে বিবেচনা করা হয়-** রামসাগরকে। • **রামসাগর দিঘিটি খনন করেছিলেন-** রাজা রামনাথ (পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে); তাঁর নামানুসারে দিঘিটির নামকরণ করা হয়েছে। **লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান** • **অবস্থান-** মৌলভীবাজার। • **বৈশিষ্ট্য-** ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও ক্রান্তীয় আধা চিরহরিৎ বনভূমির অন্তর্গত। **উল্লেখযোগ্য জাতীয় উদ্যান** • **ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান অবস্থিত-** গাজীপুর (প্রতিষ্ঠা- ১৯৮২ সালে)। • **আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান অবস্থিত-** ধামইরহাট, নওগাঁ। • **সাতছরি জাতীয় উদ্যান অবস্থিত-** হবিগঞ্জ। • **হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান অবস্থিত-** কক্সবাজার।
উদ্ভিদ উদ্যান	• **জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান অবস্থিত-** মিরপুর, ঢাকা। • **বলধা গার্ডেন অবস্থিত-** ওয়ারী, ঢাকা (সূচনা করেন- নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী)। **নোট:** 'রোজ গার্ডেন' হলো ঢাকার টিকাটুলি এলাকায় অবস্থিত 'ঋষিকেশ দাস' নির্মিত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক একটি বাগান বাড়ি।
ইকো পার্ক	• **'বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক, সীতাকুণ্ড' অবস্থিত- চট্টগ্রামে; এটি** বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক। • **মধুটিলা ইকোপার্ক অবস্থিত-** শেরপুরে। • **টিলাগড় ইকোপার্ক অবস্থিত-** সিলেটে। • **মুরাইছড়া ইকোপার্ক অবস্থিত-** বড়লেখা, মৌলভীবাজার।
সাফারি পার্ক	• **বাংলাদেশের প্রথম সাফারি পার্ক 'ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক'-এর বর্তমান নাম-** 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক'। • **'ডুলাহাজরা' শব্দের অর্থ-** হাজার পালকি (Thousand Palanquins)। • **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক অবস্থিত-** শ্রীপুর, গাজীপুর।

আরো জানতে হবে

- **চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়রাণ্য অবস্থিত-** চট্টগ্রাম।
- **চর কুকরি-মুকরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য অবস্থিত-** ভোলা।
- **দেশের একমাত্র পক্ষীশালা-** শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি এন্ড ইকোপার্ক (রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম)।
- **বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়-** ১৯৯৩ সালে।
- **বৃক্ষমেলা চালু হয়-** ১৯৯৪ সালে।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বিল

চলনবিল বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল। ৩টি জেলা (পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ) জুড়ে এর বিস্তৃতি। বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের সবচেয়ে বড় উৎস এই চলনবিল। চলনবিলের উপর দিয়ে আত্রাই নদী প্রবাহিত হয়েছে।

- খুলনার 'বিল ডাকাতিয়া'কে 'পশ্চিমা বাহিনীর নদী' বলা হয়।
- 'তামাবিল' বাংলাদেশের একমাত্র সীমান্তবিল।

বিল	অবস্থান
বিল ডাকাতিয়া	খুলনা
তামাবিল	সিলেট
আড়িয়াল বিল	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
ভবদহ বিল	যশোর
বাইক্কা বিল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
কোলাবিল	খুলনা

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. সোনাদিয়া খ. কুতুবদিয়া গ. মহেশখালী ঘ. সেন্ট মার্টিন

০২. যে স্থানকে 'রাঙামাটির ছাদ' বলা হয়- [DU খ' ২১-২২]
ক. হাজাছড়া ঝরনা খ. সাজেক ভ্যালি গ. যমচুগ বনবিহার ঘ. পেদা টিং টিং

০৩. সাজেক উপত্যকা কোথায় অবস্থিত? (DU ঘ' ২০-২১)
ক. খাগড়াছড়ি খ. বান্দরবান গ. রাঙামাটি ঘ. কক্সবাজার

০৪. বাংলাদেশের একমাত্র 'পাহাড়'-বিশিষ্ট দ্বীপ- [DU ঘ' ১৯-২০]
ক. পাহাড়পুর খ. কুতুবদিয়া গ. নিঝুমদ্বীপ ঘ. মহেশখালি

০৫. মাধবকুন্ড প্রাকৃতিক জলপ্রপাত কোন জেলায় অবস্থিত? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. সুনামগঞ্জ খ. সিলেট গ. হবিগঞ্জ ঘ. মৌলভীবাজার

০৬. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. সন্দ্বীপ খ. ভোলা গ. সেন্টমার্টিন ঘ. হাতিয়া

০৭. ছেড়াদিয়া বা সিরাদিয়া কোথায় অবস্থিত? [DU ঘ' ১৬-১৭]
ক. হাতিয়ায় খ. নিঝুম দ্বীপে
গ. সেন্টমার্টিনস দ্বীপের দক্ষিণে ঘ. সেন্টমার্টিনস দ্বীপের উত্তরে

০৮. আড়িয়াল বিল কোথায় অবস্থিত? [DU খ' ১৬-১৭]
ক. কুড়িগ্রাম খ. নড়াইল গ. নাটোর ঘ. মুন্সিগঞ্জ

০৯. সেন্টমার্টিন দ্বীপের স্থানীয় নাম কী? [DU ঘ' ১৪-১৫]
ক. নারিকেল মঞ্জিরা খ. নারিকেল জিঞ্জিরা
গ. নারিকেল বাতাসা ঘ. নারিকেল বাগান

১০. 'মুরাইছড়া' ইকো-পার্ক কোথায়? [DU খ' ১৩-১৪]
ক. খাগড়াছড়ি খ. নলিতাবাড়ি গ. বড়লেখা ঘ. কালিয়া

১১. কাপ্তাই বাঁধের কারণে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকার নাম কী? [DU ঘ' ১১-১২]
ক. কাপ্তাই ভ্যালি খ. গ্রাউন্ড ডিলুজ গ. চিটাগাং ট্র্যাক্ট ঘ. ভেঙ্গী ভ্যালি

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. খ	৭. গ	৮. ঘ
৯. খ	১০. গ	১১. ঘ					

Scanned with CamScanner

বি সি এস

১২. কোন এলাকাকে 'Marine Protected Area' (MPA) ঘোষণা করা হয়েছে? (45 BCS)
ক. সেন্টমার্টিন
খ. সেন্টমার্টিন এবং এর আশেপাশের এলাকা
গ. পটুয়াখালী ও বরগুনা
ঘ. হিরণ পয়েন্ট

১৩. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে কোনটি অবস্থিত? [41 BCS]
ক. দক্ষিণ তালপট্টি খ. সেন্টমার্টিন গ. নিঝুম দ্বীপ ঘ. ভোলা

১৪. প্রান্তিক হ্রদ কোন জেলায় অবস্থিত? [41 BCS]
ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি গ. বান্দরবান ঘ. সিলেট

১৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ার নাম কী? [13 BCS]
ক. তাজিংডং খ. গারো গ. কেওক্রাডং ঘ. জয়ন্তিকা

১৬. দক্ষিণ তালপট্টি কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত? [26, 14, 29 BCS]
ক. নাফ খ. তেঁতুলিয়া গ. আড়িয়াল খাঁ ঘ. হাড়িয়াভাঙ্গা

১৭. পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম কী? [33 BCS/ঢাবি খ' ১৩-১৪]
ক. নিঝুম দ্বীপ খ. সন্দ্বীপ গ. দক্ষিণ তালপট্টি ঘ. কুতুবদিয়া

১৮. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম- [24, 10 BCS]
ক. কুতুবদিয়া খ. সোনাদিয়া গ. বান্দরবান ঘ. পূর্বাশা দ্বীপ

১৯. সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার? [27 BCS/জবি খ' ১৩-১৪]
ক. ৮ খ. ১০ গ. ১২ ঘ. ১৪

২০. বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপ কোন জেলায়? [33 BCS]
ক. ভোলা খ. নোয়াখালী গ. চট্টগ্রাম ঘ. কক্সবাজার

২১. বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়- [12 BCS]
ক. পারাইল খ. টাঙ্গুয়ার হাওড় গ. চলন বিল ঘ. হাকালুকি

২২. 'হিমছড়ি' কোন শহরের নিকট অবস্থিত? [15 BCS/রাবি-ভূগোল ও পরিবেশ, ০৭-০৮]
ক. কক্সবাজার খ. খাগড়াছড়ি গ. রাঙামাটি ঘ. কাপ্তাই

২৩. 'শুভলং' ঝরনা কোন জেলায় অবস্থিত? [36 BCS]
ক. রাঙামাটি খ. বান্দরবান গ. মৌলভীবাজার ঘ. সিলেট

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

২৪. বাংলাদেশের শীতল পানির ঝর্ণা কোন জেলায় অবস্থিত? [MC 05-06]
ক. কক্সবাজার খ. খাগড়াছড়ি গ. রাঙামাটি ঘ. বান্দরবান

২৫. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম কী? [MBBS 15-16]
ক. সেন্টমার্টিন খ. মহেশখালী গ. হাতিয়া ঘ. সন্দ্বীপ

২৬. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? [MBBS ১৫-১৬]
ক. নোয়াখালী খ. বরিশাল গ. খুলনা ঘ. পটুয়াখালী

উত্তরমালা

১২. খ	১৩. খ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. ঘ	১৯.ক
২০. ঘ	২১. ঘ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ক	২৫. ক	২৬. ঘ	

Scanned with CamScanner

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

২৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় কোনটি? [বাংলাদেশ টেলিভিশন এর প্রযোজক, ০৬]
ক. গারো পাহাড় খ. লালমাই পাহাড় গ. চিম্বুক পাহাড় ঘ. কুলাউড়া পাহাড়

২৮. 'মারমা' উপজাতিরা যে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে- [কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপ-পরিচালক-০৭]
ক. চিম্বুক পাহাড় খ. লালমাই পাহাড় গ. গারো পাহাড় ঘ. কুলাউড়া পাহাড়

২৯. বাংলাদেশের কোন এলাকায় সবচেয়ে কম উচ্চতার পাহাড় শ্রেণি দেখা যায়? [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]
ক. সীতাকুণ্ড খ. সিলেট-হবিগঞ্জ
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. ময়মনসিংহ-শেরপুর

৩০. নিঝুম দ্বীপ কোথায় অবস্থিত? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা তত্ত্বাধায়ক, ১০]
ক. কুতুবদিয়া খ. হাতিয়া গ. সন্দ্বীপ ঘ. মহেশখালী

৩১. বাংলাদেশের কোন নদীর মোহনায় নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত? [ইবি-ক, ০৩-০৪]
ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলী

৩২. কুতুবদিয়া কোন জেলায় অবস্থিত? [পিএসসি'র সহকারী পরিচালক, ০৬]
ক. লক্ষ্মীপুর খ. কক্সবাজার গ. নোয়াখালী ঘ. চট্টগ্রাম

৩৩. Tiger Point কোথায় অবস্থিত? [রাবি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ০৭-০৮]
ক. চট্টগ্রাম খ. বান্দরবান গ. কক্সবাজার ঘ. সুন্দরবন

৩৪. টাঙ্গুয়ার হাওড় কোন জেলায় অবস্থিত? [জাবি-মানবিক, ০৬-০৭]
ক. সুনামগঞ্জ খ. হবিগঞ্জ গ. টাঙ্গাইল ঘ. সিলেট

৩৫. 'হাইল হাওড়' কোন জেলায় অবস্থিত? [রাবি-সমাজর্ক, ০৭-০৮]
ক. নেত্রকোনা খ. সুনামগঞ্জ গ. হবিগঞ্জ ঘ. মৌলভীবাজার

৩৬. 'সাফারী পার্ক' যে জাতীয় পার্ক- [রাবি-ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ০৮-০৯]
ক. জীবজন্তুর অভয়ারণ্য খ. ফুলের বাগান
গ. বিরাট উদ্যান ঘ. পাখি পালনের স্থান

৩৭. বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্কটি কোথায় স্থাপিত হয়েছে? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-সহকারী পরিচালক, ০৫]
ক. সিলেট খ. রাঙামাটি গ. সীতাকুণ্ড ঘ. খাগড়াছড়ি

৩৮. বাংলাদেশে নির্মিতব্য প্রথম হাইটেক পার্ক কোথায়? [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপতত্ত্বাবধায়ক, ০৫]
ক. মহাখালী, ঢাকা খ. টঙ্গী, গাজীপুর
গ. কালিয়াকৈর, গাজীপুর ঘ. আদমজী, নারায়ণগঞ্জ

৩৯. বাংলাদেশ সরকার 'শিল্প পার্ক' স্থাপন করছেন নিচের যে স্থানে- [মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, ০০]
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. মুন্সিগঞ্জ গ. মংলা ঘ. সিরাজগঞ্জ

৪০. মাধবকুন্ড জলপ্রপাত বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? [ইবি-ঘ, ০২-০৩]
ক. রাঙামাটি খ. সিলেট গ. বরগুনা ঘ. মৌলভীবাজার

৪১. বাংলাদেশে জলপ্রপাত রয়েছে- [ইবি-ক, ০৩-০৪]
ক. জাফলংয়ে খ. রাঙামাটিতে গ. মাধবকুন্ডে ঘ. হিমছড়িতে

উত্তরমালা

২৭. ক	২৮. ক	২৯. খ	৩০. খ	৩১. খ	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. ক
৩৫. খ	৩৬. ক	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. ঘ	৪১. গ	

Scanned with CamScanner

বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত

বঙ্গোপসাগর

বঙ্গোপসাগর হলো **বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর (Bay হিসেবে)**। এটি ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশে অবস্থিত একটি প্রায় ত্রিভূজাকৃতির উপসাগর। এই উপসাগরের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভারত ও শ্রীলংকা, উত্তর দিকে রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ এবং পূর্বদিকে রয়েছে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড। বঙ্গোপসাগরের ঠিক মাঝখানে বিরাজ করছে ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগের সবচেয়ে বেশি দাবিদার দেশ ভারত। ৯০° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে বঙ্গোপসাগরের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে। **বঙ্গোপসাগরের একটি গভীরতম খাদ হচ্ছে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' যার অপর নাম গঙ্গাখাত**। এর গড় গভীরতা ৮৫০০ ফুট বা ২৬০০ মিটার। এর তীরবর্তী সৈকত ও বন্দরগুলো হলো; মেরিনা বিচ, অরুগ্রাম (শ্রীলংকা), আকিয়াব ও নাগাপলি (মিয়ানমার)।

সতর্কতা! Bay এবং Gulf এর ব্যাখ্যা জানতে দেখুন ৭৮২ পৃষ্ঠা।

বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়ক বাংলাদেশে

মেরিন ড্রাইভ সড়ক বলতে বোঝায় সমুদ্রের কূলঘেঁষে নির্মিত হাইওয়ে সড়ক। বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজারে। **কক্সবাজারের কলাতলি থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কটির দৈর্ঘ্য ৮০ কিলোমিটার।**

সাগরের তীর ধরে থাকা সড়ক পথকে বলা হয় মেরিন ড্রাইভ সড়ক। ৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়ক বাংলাদেশের কক্সবাজারে।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

- বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- ১২০ কিলোমিটার।
- ইনানী বীচ অবস্থিত- কক্সবাজার জেলায়।
- পতেঙ্গা বীচ অবস্থিত- চট্টগ্রাম জেলায়।
- বঙ্গোপসাগরের একটি গভীর খাতের নাম- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড।
- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এর অপর নাম- গঙ্গাখাত।
- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড হলো- সাবমেরিন ক্যানিয়ন।

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত

- অবস্থান- লতাচাপলী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- ১৮ কিলোমিটার।
- অন্য যে নামে পরিচিত- সাগরকন্যা।
- বৈশিষ্ট্য- বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র সৈকত যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়।

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কী? (43 BCS)
ক. একটি দেশের নাম খ. ম্যানগ্রোভ বন গ. একটি দ্বীপ ঘ. সাবমেরিন ক্যানিয়ন

০২. 'গঙ্গাখাত' কোথায় অবস্থিত? (মাইক্রোক্রেডিট সহকারী পরিচালক- ১৬)
ক. বঙ্গোপসাগরে খ. পার্বত্য জেলায় গ. হিমালয়ে ঘ. পদ্মা নদীতে

০৩. বঙ্গোপসাগরের গড় গভীরতা কত ফুট? (ঢাবি ঘ' ১৩-১৪)
ক. ২,৬০০ খ. ৮,৫০০ গ. ৫,৫৩০ ঘ. ৩,৬৭০

০৪. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত? (ত্রয়োদশ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন- ১৬)
ক. বঙ্গোপসাগরে খ. যমুনা নদীতে গ. মেঘনার মোহনায় ঘ. সন্দ্বীপ চ্যানেল

০৫. 'Ninety East Ridge' বাংলাদেশের কোন অংশের সাথে সম্পর্কিত? (সিজিডিএফ'র জুনিয়ার অডিটর- ২২)
ক. মধুপুর-বরেন্দ্র অঞ্চল খ. জয়ন্তিকা পাহাড় গ. তিন বিঘা করিডোর ঘ. বঙ্গোপসাগর

উত্তরমালা

০১. ঘ	০২. ক	০৩. খ	০৪. ক	০৫. ঘ

Scanned with CamScanner